দৈনিক ইনকিলাব

110

তারিখ ... ... JUL 31 2000
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

ঢাঃ বিঃ'র বহিষ্কৃত ও অবাঞ্ছিত ছাত্রলীগ ক্যাডারদের ক্যাম্পাসে সদম্ভ অবস্থান

মুহাম্মদ যাকারিয়া ঃ বিভিন্ন শৃংখলা বিরোধী ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত ও অবাঞ্ছিত ঘোষিত মুজিববাদী ছাত্রলীগের ক্যাডাররা কর্তৃপক্ষের আদেশকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে দাপটের সাথে ক্যাম্পাস এলাকায় অবস্থান করছে। বহিষ্কৃতদের গ্রেফতারের জন্য বার বার আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে আহবান জানান সত্ত্বেও এরা অধিকাংশই আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের সামনে দিয়ে ক্যাম্পাসে ঘুরে বেড়ায়। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় সরকার দলীয় ছাত্র সংগঠনের প্রত্যক্ষ মদদপুষ্ট এ সব সন্ত্রাসী ক্যাডাররা ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার দায়ে গত ৭ মাসে ২৭ জনকে বহিষ্কার, ২ জনকে অবাঞ্ছিত এবং ৭৭ জনকে শোকজ করে। সম্প্রতি ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের হল দখল পাল্টা দখলের ঘটনায় ক্যাম্পাসের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ভিসি প্রফেসর এ কে আজাদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রভোস্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির এক জরুরী সভায় বিশ্ববিদ্যালয় হতে বহিষ্কৃত বা অবাঞ্ছিতদের ক্যাম্পাসে পাওয়া গেলে তাৎক্ষণিকভাবে তাদের গ্রেফতারের নির্দেশ দেয়া হয়। অথচ এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর ২০ দিন অতিবাহিত হলেও পুলিশ ক্যাম্পাস এলাকা হতে কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। ক্যাম্পাস ও হলগুলোতে প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা করার পরও পুলিশ এদের গ্রেফতারের কোন রকম আগ্রহ দেখায়নি। অথচ এ সকল বহিষ্কৃত ক্যাডারদের সাথে পুলিশের দারুণ সখ্যতা লক্ষ্য করা যায়। এরা অনেকেই পুলিশের সাথে চা পান করে আড্ডা দেয়। বহিষ্কৃতদের গ্রেফতারের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের আন্তরিকতা এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আদেশের কার্যকারিতা নিয়ে সর্বত্রই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

গত কয়েকদিন ক্যাম্পাসে এবং বিভিন্ন হলে সরজমিনে খোঁজ খবর নিয়ে বহিষ্কৃত ও অবাঞ্ছিতদের উপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেছে। গত ১৪ এপ্রিল সূর্যসেন হলের এম ফিলের ছাত্র সেলিম কোপানোর ঘটনায় বহিষ্কৃত ৭ জনের মধ্যে ব্যবস্থাপনা বিভাগের ছাত্র মেহেদী সূর্যসেন হলের ৩৭৬ নম্বর কক্ষে থাকে। খোকন এবং শহীদুল ইসলাম, জহুরুল হক হলের ৩৪৮ নম্বর রুমে থাকে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়। এছাড়া জামাল এবং টিপুকে (সমাজ বিজ্ঞান) প্রায়ই ক্যাম্পাসে দেখা যায়। এদের সকলকেই ছাত্রলীগের মিছিলে অংশ নিতে দেখা গেছে। সেলিমকে কোপানোর ঘটনার প্রধান নায়ক জাকির হোসেন ফৌজদারী মামলার আসামী সত্ত্বেও এখন অস্ট্রেলিয়ায় রয়েছে বলে জানা গেছে।

সেলিমের ঘটনায় বহিষ্কারের মাত্র ২২ দিন পর গত বছরের ৬ মে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের ক্যাডারদের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনায় কর্তৃপক্ষ ছাত্রলীগ নেতা শামীম আহমেদ ও সমাজকল্যাণের ছাত্র মাঈনুদ্দীন বাবুকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করে। এদের মধ্যে বাবু জহুরুল হক হলেই অবস্থান করছে।

গত বছর জুন মাসে এসএম হলে ব্যবসায়ী অপহরণের ঘটনায় কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র গোলার সারোয়ারকে বহিষ্কার করেছিল। সে বর্তমানে হলের ১৫০ নম্বর রুমে থাকে। গত বছরের ১৬ জুলাই এফ রহমান হলে গুলীবর্ষণের ঘটনায় কর্তৃপক্ষ দু'ছাত্রকে ২ বছরের জন্য বহিষ্কার করে। এরা উভয় এখন মুহসীন হলে থাকে বলে হল সূত্র জানায়।

গত ডিসেম্বর মাসে জিয়া হলে দু'জনকে মারাত্মকভাবে আহত করার অভিযোগে কর্তৃপক্ষ গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র রিজভী এবং অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র আক্তারুজ্জামান পনিরকে এক বছরের জন্য বহিষ্কার করে। ছাত্রলীগের রাজনীতিতে সক্রিয় পনির বর্তমানে জিয়া হলের ৩২২ নম্বর কক্ষে থাকে।

থার্টি ফার্স্ট নাইটে ক্যাম্পাসের টিএসসিতে শাওন আক্তার বাঁধনকে লাঞ্ছিত করার অভিযোগে কর্তৃপক্ষ শহিদুল্লাহ হলের ছাত্র ফজলুল হক রাসেল (উদ্ভিদ বিজ্ঞান) এবং মেজবাহুল আলম টুটুলকে (পরিসংখ্যান) বহিষ্কার করেছিল। পরবর্তীতে গ্রেফতারকৃত রাসেল ও টুটুল ৬ মাস ডিটেনশন থাকার পর চলতি মাসে জামিনে মুক্তি পায়। তাদের প্রায়ই ছাত্রলীগ নেতাদের সাথে মধুর কেন্টিন ও টিএসসি এলাকায় দেখা যায় বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়।

গত ২৫ এপ্রিল পলাশীতে ছিনতাই-এর ঘটনায় পুলিশ জহুরুল হক হলের ছাত্র মনজুর আহমেদ (লোকপ্রশাসন) এবং ফরহাদ হোসেনকে (আরবী) গ্রেফতারের পর কর্তৃপক্ষ এই দু'জনকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করে। পরবর্তীতে আদালত থেকে জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর তারা এখন হলের ১০৪ নম্বর রুমে অবস্থান করছে বলে একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছে।

এস এম হলে শৃঙ্খলা বিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার দায়ে কর্তৃপক্ষ গত ১৬ জুন হল শাখা ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক ডলার এবং জুয়েলকে হলে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে। কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে জুয়েল হল এলাকায় অবস্থান করছে বলে জানা গেছে। এছাড়া জিয়া হলে ক্যান্টিন বয়কে মারধরের অভিযোগে কর্তৃপক্ষ ছাত্রলীগ নেতা জুয়েলকে ক্যাম্পাসে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে। সে বর্তমানে নিয়মিত টিএসসিতে আসে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়।

মূলত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বহিষ্কার থেরাপি প্রাথমিকভাবে কার্যকর একটি পদক্ষেপ হিসেবে আলোচিত হলেও বাস্তবে দেখা গেছে বহিষ্কৃতদের তাণ্ডব থেকে বিশ্ববিদ্যালয় মুক্ত থাকছে না। বহিষ্কারের প্রতিটি ঘটনাতেই কর্তৃপক্ষ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে গ্রেফতারের আহবান জানালেও অজ্ঞাত কারণে এদের গ্রেফতার করা হয় না। বরং বহিষ্কৃতরা ক্যাম্পাসে ক্ষমতাসীন ছাত্র সংগঠনের আশ্রয়ে থেকেই রাজনৈতিক ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালিত করছে। বহিষ্কৃতদের গ্রেফতারের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর জানান, "বহিষ্কৃতদের ক্যাম্পাসে পাওয়া গেলে তাদের গ্রেফতারের জন্য পুলিশকে বলা হয়েছে।"